যুগান্তর

তারিখ ... 9 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

# শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থের এই অপচয়

গত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় দেশের ১ হাজার ৩৯৪টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন ছাত্রছাত্রীও পাস করে নাই! এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটি আসিয়াছে 'বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো'র (ব্যানবেইস) এক জরিপ রিপোর্টে। প্রীহা-চমকানো এই তথ্যটিই যদি প্রতিবেদনের একমাত্র উপাদান হইত, চিন্তাশীল নাগরিকের জন্য উহাই বিবেচিত হইত যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলিয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ইহাই যে, ঐ জরিপ রিপোর্টে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইবার মতো তথ্য আরও রহিয়াছে। উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গত এক বৎসরে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বাবদ সরকারকে ব্যয় করিতে হইয়াছে ৯৯ কোটি টাকা। এত অর্থ ব্যয়ের পরও যেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন পরীক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই সেইগুলির পরিচিতি কি 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি'-র গল্পকেও ম্লান করিয়া দেয় না? বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ৫ শতাংশের নিচে পাস করিয়াছে এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২ হাজার ২৭৬টি। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বাবদ সরকারকে এক বৎসরে প্রদান করিতে হইয়াছে ১১১ কোটি টাকা। জরিপে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার বলিয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এক বৎসরে বেতন-ভাতা বাবদ দেওয়া হইয়াছে ২০০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ মূলত জনগণেরই শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত। সেই কষ্টার্জিত অর্থের বিরাট অংশ ব্যয়ের পরও দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যদি এহেন শোচনীয় ফলাফল দেখা যায়, তাহা হইলে সত্যিই আক্ষেপের শেষ থাকে না। শিক্ষকগণ মানুষ গড়িবার কারিগর। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির গুরুদায়িত্ব তাহাদের উপরেই অর্পিত। শিক্ষকদের বহু সমস্যা আছে। নানা অসঙ্গতি-অপূর্ণতা বিরাজ করিতেছে দেশের অসংখ্য শিক্ষায়তনেও। যাবতীয় সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার নামে অযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিছনে বিপুল অর্থের অপচয় ঘটিবে, তাহা কোনক্রমেই মানিয়া লওয়া যায় না। দেশে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। স্বদেশের বিদ্বজ্জন তো বটেই, এই ইস্যুতে সমালোচনা চলিতেছে বহির্বিশ্বেও। বিশ্বব্যাংক এই ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছে বারবার। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৩ সালকে 'সুশিক্ষা বর্ষ' ঘোষণা করিয়াছেন বৎসরের সূচনালগ্নেই। তবে একই সঙ্গে তিনি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করিবার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। আলোচ্য জরিপ রিপোর্ট পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা নড়িয়াচড়িয়া বসিয়াছেন। তাহাদের নির্দেশে শিক্ষা অধিদফতরের পক্ষ হইতে সংশ্লিষ্ট চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরীক্ষার এই শোচনীয় ফলাফলের জন্য কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হইয়াছে। নোটিশের কী জবাব আসিবে কিংবা তাহা কবে আসিবে আমাদের জানা নাই। তবে সকলেই আশা করিবেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রশ্রয় পাইবে না। এমপিওভুক্তির শিরোপা লাভের পর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থের অবাধ হরিলুট অব্যাহত থাকিবে, এই অরাজকতা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। জানা গেল, ব্যানবেইসের এই তদন্ত রিপোর্ট শিক্ষামন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীকেও অবহিত করা হইয়াছে। স্বস্তির বিষয় ইহাই যে, প্রধানমন্ত্রী অনুপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। এই ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, যেই সকল প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া হয় না, সেইগুলিতে এমপিও চালু রাখিবার কোন যুক্তি নাই। একজন ছাত্রছাত্রীও পাস করিতে পারে নাই, এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি বরাদ্দের অর্থ হইতেছে টাকা পানিতে ফেলা। শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যের সহিত দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নাই। চলতি অর্থ বৎসরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাবদ সরকারের বার্ষিক বরাদ্দের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৪০০ কোটি টাকা লোপাট হইবার ঘটনা উদ্বেগজনক। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের কয়েক হাজার চিহ্নিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল করিবার যে সিদ্ধান্ত লইয়াছে সেই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আশা করি, এই ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় থাকিবে। অকেজো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহাতে ভবিষ্যতে কোনভাবেই কোন রেয়াত না পায়, তাহা নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব সরকারের।